Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমাদান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কবিতা আক্তার কাজল

রোলঃ 23100120645

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমাদান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কবিতা আক্তার কাজল

রোলঃ 23100120645

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রমাদান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কবিতা আক্তার কাজল, আইডিঃ 23100120645 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রমাদান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Kobita

(স্বাক্ষর)

কবিতা আক্তার কাজল

আইডিঃ 23100120645

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা:.....5

দ্বিতীয় অধ্যায় - দান-সদকার পরিচিতি:.....6

তৃতীয় অধ্যায় - রমাদান মাসের ফজিলত:.....6

চতুর্থ অধ্যায় - কুরআনের আলোকে রমাদানে দান-সদকা: 7

পঞ্চম অধ্যায় - হাদিসের আলোকে রমাদানে দান-সদকা: 9

ষষ্ঠ অধ্যায় - রমাদানে দান-সদকার উপকারিতা:.....11

সপ্তম অধ্যায় - বর্তমান প্রেক্ষাপট.....12

অষ্টম অধ্যায় - উপসংহার: 12

নবম অধ্যায় - তথ্যসূত্র: 13

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা:

১.১ গবেষণার পটভূমি:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ইবাদতের পাশাপাশি মানবসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রমাদান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এই মাসে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ৭০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন। দান-সদকা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা সম্পদকে পবিত্র করে এবং সমাজে ভারসাম্য আনে। রমাদান মাসে দান-সদকার ফজিলত আরও বহুগুণ বেড়ে যায়, তাই এই বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে রমাদান মাসে দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত তুলে ধরা। দান-সদকার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আখিরাতের উপকারিতা আলোচনা করা।এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমরা রমাদানে দানের প্রতি আরও উৎসাহিত হবে এবং সমাজের দরিদ্র মানুষ উপকৃত হবে। বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজে দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব:

বর্তমান সময়ে মানুষ দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত হয়ে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে ভুলে যাচ্ছে। রমাদানে দান-সদকার গুরুত্ব জানলে মানুষ সম্পদ জমিয়ে না রেখে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে আগ্রহী হবে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

দ্বিতীয় অধ্যায় - দান-সদকার পরিচিতি:

২.১ দান-সদকার সংজ্ঞা:

আরবিতে দানকে 'ইনফাক' এবং সদকাকে 'সদকাহ' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের হালাল সম্পদ থেকে অভাবী, মিসকিন, এতিমদেরকে প্রদান করাকে দান-সদকা বলে। এটি যাকাতের মতো ফরজ নয়, বরং নফল ইবাদত, তবে এর ফজিলত অপরিসীম।

২.২ দান-সদকার প্রকারভেদ:

(ক) ফরজ দান: যাকাত

(খ) ওয়াজিব দান: সদকাতুল ফিতর, মান্নত

(গ) নফল দান: সাধারণ সদকা, যা রমাদানে বেশি করা হয়।

রমাদানে নফল দান ফরজের সমতুল্য সওয়াব রাখে।

২.৩ দান ও সদকার পার্থক্য:

সাধারণত দান বলা হয় প্রকাশ্যে দেওয়াকে, আর সদকা বলা হয় গোপনে দেওয়াকে। তবে উভয়টির উদ্দেশ্য এক - আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তৃতীয় অধ্যায় - রমাদান মাসের ফজিলত:

৩.১ রমাদানের পরিচয়:

রমাদান আরবি বছরের নবম মাস। এটা মুসলমানদের কাছে বছরের সবচেয়ে বরকতময়, পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস।

রমাদানের উদ্দেশ্য আল্লাহ বলেন "হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো"

মানে হলো - রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা ধৈর্য, সংযম, তাকওয়া আর আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করি

আল্লাহ বলেন: "রমাদান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ"

এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়।এই মাসেই মহান আল্লাহ লাইলাতুল কদরে পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন।

৩.২ রমাদানে ইবাদতের বিশেষত্ব:

রমাদানে ফরজ ইবাদতের সওয়াব ৭০ গুণ এবং নফল ইবাদতের সওয়াব ফরজের সমান করে দেওয়া হয়। তাই এই মাসে দান-সদকা করলে তা অন্য মাসের ফরজ দানের সমান মর্যাদা রাখে।

৩.৩ সওয়াব বৃদ্ধির কারণ:

এই মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, মানুষের মন নরম থাকে, তাই দান করতে মন চায়। আল্লাহ তাআলা বান্দার ছোট আমলকে বড় করে দেন।

চতুর্থ অধ্যায় - কুরআনের আলোকে রমাদানে দান-সদকা:

৪.১ দানের প্রতি কুরআনের উৎসাহ:

(১) সূরা বাকারা: ২৬১ "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে একশটি দানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।"

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে দানকে চাষাবাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কৃষক যেমন একটি বীজ বপন করে শতগুণ ফসল পায়, তেমনি আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তা ৭০০ গুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পায়। রমাদান মাস যেহেতু সওয়াব বৃদ্ধির মাস, তাই এ মাসের দানের প্রতিদান আরও বেশি।

(২) সূরা আলে ইমরান: ৯২ "তোমরা কখনোই পূর্ণ নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে।"

ব্যাখ্যা: মানুষ সাধারণত অতিরিক্ত জিনিস দান করে। কিন্তু প্রকৃত নেকী পেতে হলে প্রিয় জিনিস দান করতে হয়। রমাদানে মানুষ নিজের পছন্দের ইফতার সামগ্রী অন্যকে দেয়, যা এই আয়াতের বাস্তব আমল।

(৩) সূরা বাকারা: ২৭১ "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো। আর যদি গোপনে দান কর এবং অভাবীদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম।"

ব্যাখ্যা: প্রকাশ্য দান অন্যকে উৎসাহিত করে, যেমন রমাদানে মসজিদে ইফতার আয়োজন। আবার গোপন দান রিয়া (লোক দেখানো) থেকে বাঁচায় এবং দাতার মর্যাদা বাড়ায়।

(৪) সূরা বাকারা: ২৭৪ "যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ব্যাখ্যা: এই আয়াত দানকারীদের জন্য সুসংবাদ দেয়। রমাদানে সাহরি-ইফতারে গোপনে সাহায্য করা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের ভয় থেকে নিরাপদ রাখবেন।

৪.২ দান না করার পরিণতি:

(৫) সূরা তাওবা: ৩৪ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

ব্যাখ্যা: সম্পদ জমিয়ে রাখা ইসলামে নিন্দনীয়। রমাদান হলো সম্পদ ব্যয়ের সর্বোত্তম সময়। যারা এ মাসেও কৃপণতা করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

(৬) সূরা মুহাম্মদ: ৩৮ "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে। যে কৃপণতা করে, সে তো নিজের প্রতিই কৃপণতা করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত, আর তোমরাই অভাবগ্রস্ত।"

ব্যাখ্যা: দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বরকত হয়। কৃপণ ব্যক্তি নিজেকেই বঞ্চিত করে আল্লাহর রহমত থেকে।

৪.৩ দানের প্রতিদান

(৭) সূরা সাবা: ৩৯ "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনি সর্বোত্তম রিজিকদাতা।"

ব্যাখ্যা: মানুষ মনে করে দান করলে সম্পদ কমে যায়। অথচ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি এর বিনিময় দেবেন। রমাদানে এই বিনিময় বহুগুণে দেওয়া হয়, দুনিয়াতেও বরকত আসে, আখিরাতেও মুক্তি মেলে।

পঞ্চম অধ্যায় - হাদিসের আলোকে রমাদানে দান-সদকা:

৫.১ রাসূল (সা.) এর রমাদানে দানশীলতা:

(১) সহীহ বুখারী: ৬ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল। রমাদানে যখন জিবরীল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।"

ব্যাখ্যা: প্রবাহিত বাতাস থামে না, সবার কাছে পৌঁছে যায়। রাসূল (সা.) এর দানও তেমনি ছিল অবিরাম। রমাদানে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর অন্তর নরম হতো, ফলে দানের মাত্রা বেড়ে যেত। এটা আমাদের জন্য শিক্ষা যে রমাদানে দান করা সুন্নাহ।

(২) মুসনাদে আহমাদ: ২৩৪৬ রাসূল (সা.) বলেছেন, "সদকা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

ব্যাখ্যা: রমাদান গুনাহ মাফের মাস। এই মাসে সদকা করলে তা গুনাহ মাফের অন্যতম মাধ্যম হয়। ছোট ছোট গুনাহ যা রোজার মাধ্যমে মাফ হয়নি, সদকা তা মুছে দেয়।

৫.২ ইফতার করানোর ফজিলত:

(৩) জামে তিরমিজি: ৮০৭ রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে রোজাদারের সমান সওয়াব পাবে, তবে রোজাদারের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।"

ব্যাখ্যা: এটি রমাদানের সবচেয়ে সহজ আমল। একটি খেজুর, এক গ্লাস পানি বা শরবত দিয়ে ইফতার করালেও পূর্ণ রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। ধনী ব্যক্তি একজনের ইফতার করালে এক রোজার সওয়াব, ৩০ জনকে করালে ৩০ রোজার সওয়াব অতিরিক্ত পাবে।

(৪) ইবনে মাজাহ: ১৭৪৬ রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল রুজি থেকে রোজাদারকে ইফতার করাবে, ফেরেশতারা রমাদানের রাতগুলোতে তার জন্য দোয়া করে।"

ব্যাখ্যা: ফেরেশতাদের দোয়া কবুল হয়। রমাদানে ইফতার করানো শুধু সওয়াব না, ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার মাধ্যমও।

৫.৩ সদকায়ে ফিতরের গুরুত্ব:

(৫) সুনানে আবু দাউদ: ১৬০৯ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন, যা রোজাদারকে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে পবিত্র করে এবং মিসকিনদের খাদ্য হয়।

ব্যাখ্যা: রোজা রাখতে গিয়ে আমাদের মুখ থেকে ভুল কথা বের হতে পারে। ফিতরা সেই ত্রুটি পূরণ করে। আবার ঈদের দিন যেন গরীবরাও আনন্দ করতে পারে, তাই ফিতরা ওয়াজিব করা হয়েছে।

৫.৪ দানের সাধারণ ফজিলত (রমাদানে যা বহুগুণ)

(৬) সহীহ মুসলিম: ১০১৭ রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলে: হে আল্লাহ! দানকারীকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলে: হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।"

ব্যাখ্যা: প্রতিদিন ফেরেশতারা দানকারীর জন্য দোয়া করে। রমাদানে এই দোয়া আরও বেশি কার্যকর, কারণ এ মাস দোয়া কবুলের মাস।

(৭) সহীহ বুখারী: ১৪৪৩ রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, একটি খেজুরের টুকরা সদকা করে হলেও।"

ব্যাখ্যা: সদকার পরিমাণ বড় হতে হবে এমন না। রমাদানে সামান্য দানও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হতে পারে। নিয়ত খাঁটি হওয়াই আসল।

(৮) জামে তিরমিজি: ৬৬৪ রাসূল (সা.) বলেছেন, "সদকা আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।"

ব্যাখ্যা: অপমৃত্যু মানে খারাপ মৃত্যু। রমাদানে সদকা করলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়, যা মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচায় এবং উত্তম মৃত্যু নসিব করে।

ষষ্ঠ অধ্যায় - রমাদানে দান-সদকার উপকারিতা:

দান-সদকা শুধু টাকা দেওয়া না, এটা নিজের মন, সম্পদ আর সমাজ তিনটাকেই সুন্দর করে। কুরআন-হাদিসে দানের উপকারিতা নিয়ে অনেক কথা এসেছে।

আখিরাতের উপকারিতা

- **গুনাহ মাফ হয়:** রাসূল ﷺ বলেছেন, *"সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়"*
- **জাহান্নাম থেকে বাঁচায়:** *"খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো"*
- **সওয়াব জারি থাকে:** মৃত্যুর পরেও সদকায়ে জারিয়া হিসেবে সওয়াব আসতে থাকে। যেমন: মসজিদ বানানো, টিউবওয়েল বসানো, কুরআন দেওয়া।

দুনিয়াবি উপকারিতা

- **সম্পদে বরকত বাড়ে:** আল্লাহ বলেন, *"তোমরা যা কিছু দান করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন"*
  দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বরকত হয়।
- **বিপদ-আপদ দূর হয়:** সদকা বালা-মুসিবত দূর করে। অনেক হাদিসে আছে, অসুস্থ ব্যক্তিকে সদকা করতে বলা হয়েছে।
- **অন্তর নরম হয়:** লোভ, কৃপণতা কমে। মনে শান্তি আসে।

৬.১ আত্মিক উপকারিতা:

দান করলে মন পবিত্র হয়, অহংকার দূর হয়, আল্লাহর প্রতি ভরসা বাড়ে। রমাদানে দান করলে গুনাহ মাফ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, দান করলে মানুষের মনে অক্সিটোসিন হরমোন বের হয়। এটাকে "helper's high" বলে। এতে স্ট্রেস কমে, ডিপ্রেশন কমে, মন ভালো থাকে। দান করলে তুমি হারাও না, বরং পাও। আল্লাহ দুনিয়ায় বরকত দেন, আখিরাতে জান্নাত দেন, আর মনে শান্তি দেন।
ছোট হোক, বড় হোক - হাসিমুখে এক গ্লাস পানি দিলেও সেটা সদকা।

৬.২ সামাজিক উপকারিতা:

- ধনী-গরীবের বৈষম্য কমে, ভ্রাতৃত্ব বাড়ে, সমাজে শান্তি আসে। ঈদের আনন্দ সবাই ভাগ করে নিতে পারে।

- **গরীব-ধনীর ব্যবধান কমে:** সমাজে ভারসাম্য আসে। কেউ না খেয়ে থাকে না।
- **ভালোবাসা আর সহমর্মিতা বাড়ে:** যে দেয় আর যে নেয় দুজনের মাঝে সম্পর্ক ভালো হয়।
- **সমাজে নিরাপত্তা বাড়ে:** ক্ষুধা, দারিদ্র্য কমলে চুরি-ডাকাতি, হিংসা কমে যায়।

৬.৩ অর্থনৈতিক উপকারিতা:

সম্পদ এক জায়গায় জমে থাকে না, গরীবের হাতে গেলে বাজারে চাহিদা বাড়ে, অর্থনীতি সচল হয়।

সপ্তম অধ্যায় - বর্তমান প্রেক্ষাপট

৭.১ দারিদ্র্যের চিত্র:

আমাদের সমাজে বহু মানুষ রমাদানে সাহরি-ইফতার করতে পারে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্তরাও কষ্টে আছে।

৭.২ আমাদের করণীয়:

আমাদের উচিত যাকাত, ফিতরা সঠিকভাবে আদায় করা এবং নফল সদকা বাড়িয়ে দেওয়া। মসজিদে ইফতার আয়োজন, এতিমখানায় সাহায্য, প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া।

অষ্টম অধ্যায় - উপসংহার:

রমাদান মাসে দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই মাসে দান করলে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণ করে আমাদের উচিত এই মাসে বেশি বেশি দান করা। রমাদান মাস ইবাদত, তাকওয়া ও দান-সদকার মৌসুম। এই মাসে কৃত দান-সদকার সওয়াব আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। দান-সদকা শুধু আখিরাতের পাথেয় নয়, বরং দুনিয়ায়ও সম্পদে বরকত, বিপদমুক্তি ও মানসিক শান্তি এনে দেয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত রমাদানে নিয়মিত দান-সদকা করা।ইফতার আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করা।সদকায়ে জারিয়ামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমাদানের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

নবম অধ্যায় - তথ্যসূত্র:

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সহীহ বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. জামে তিরমিজি
৫. সুনানে আবু দাউদ
৬. তাফসীর ইবনে কাসীর
৭. রিয়াদুস সালেহীন